জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN
A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

মার্চ ২০০২ March 2002

Volume-XIV No. III ১৪শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

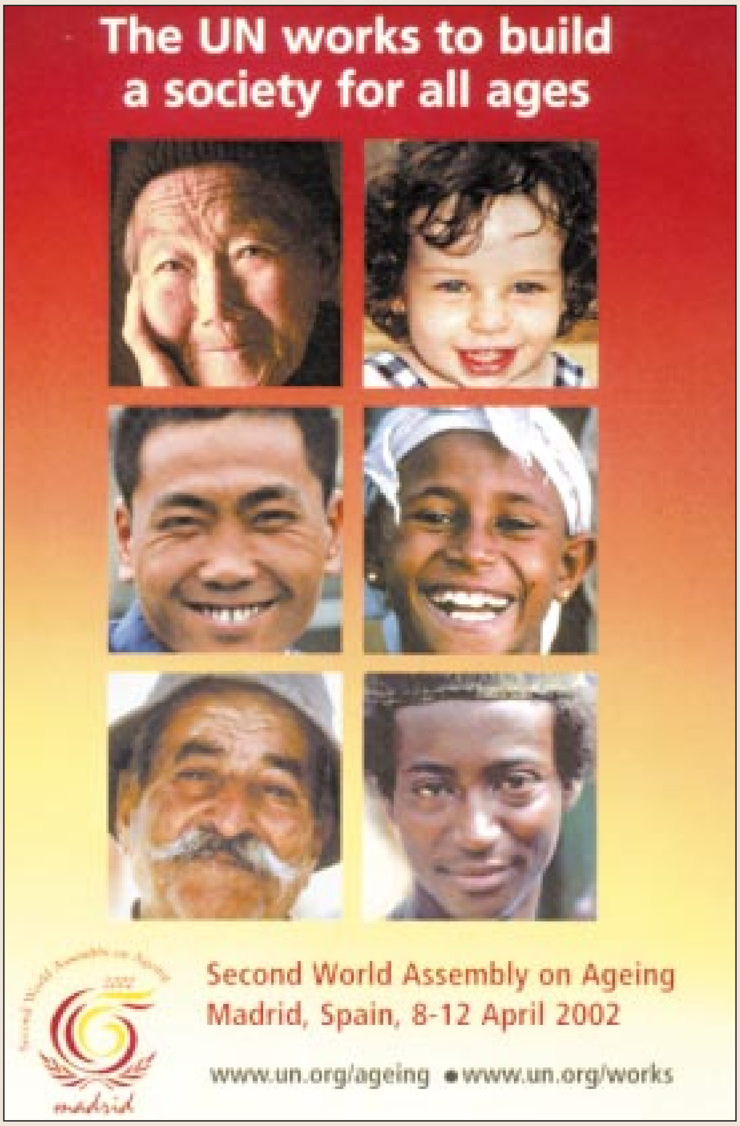

৮-১২ এপ্রিল মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় বিশ্ব প্রবীণ সম্মেলন

ভিয়েনা থেকে মাদ্রিদ

ভিয়েনায় প্রথম বিশ্ব প্রবীণ সম্মেলনের ২০ বছর পর আজ পর্যন্ত প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা ও আয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রসহ জাতীয় নীতি ও কর্মসূচির প্রসার এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবু, এ ক্ষেত্রে আরো চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ রয়ে গেছে।

একটি সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়ে আগামী ৮-১২ এপ্রিল মাদ্রিদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উন্নয়নশীল, উন্নত ও উত্তরণশীল অর্থনীতির বর্তমান বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতিফলন রয়েছে এ কর্মপরিকল্পনায়। এছাড়া, উন্নয়নের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিশ্ব জরায়নকে সম্পৃক্ত করা এবং জীবনচক্রের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে প্রবীণদের পরিস্থিতির সমাধানের প্রয়োজনও রয়েছে। তাই, কল্যাণধর্মী ও সুষম দৃষ্টিভঙ্গিভিত্তিক একটি নীতি কাঠামোতে ১৯৮২ সাল থেকে অর্জিত জ্ঞান, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ হলো এমন একটি সমাজ অর্জন করা, যা তার ভবিষ্যতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রবীণ জনগণকে সাদরে বরণ করবে এবং সকল বয়সের মানুষের জন্য ভবিষ্যৎ সমাজ অর্জনে প্রবীণদের অপরিহার্য সহযোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করবে।

জরায়ন সংক্রান্ত সংশোধিত আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা

২০০২ সালে মাদ্রিদে যখন দ্বিতীয় বিশ্ব প্রবীণ সম্মেল ন অনুষ্ঠিত হবে, তখন বিশ্ব জনসংখ্যার প্রবীণ একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিশ্বের দৃষ্টি আকৃষ্ট করবে। ২০ বছর আগে ভিয়েনায় প্রথম বিশ্ব জরায়ন সম্মেলনের আলোচনায় উন্নত দেশগুলোতে জরায়নের বিষয়টি যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করে। এ বিষয়টি এখনো বেশ গুরুত্বপূর্ণ হলেও ২০০২ সাল নাগাদ প্রবীণদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেরই বাস হবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এবং জরায়নশীল সমাজের উন্নয়ন ধরে রাখা ও প্রবীণ বয়সের কল্যাণ নিশ্চিত করতে অনেক সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সামর্থ্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে।

বিশ্বে জরায়নের বর্তমান গতি ও মাত্রা এবং আগামী দশকগুলোতে বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে তা আরো জোরদার হবে বলে যে ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান দুশ্চিন্তার প্রেক্ষাপটে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে দ্বিতীয় বিশ্ব জরায়ন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্ব প্রবীণ এজেন্ডাকে ১৯৮২ সালের কর্মপরিকল্পনা থেকে এগিয়ে নেয়া এবং বিশ্বব্যাপী প্রবীণ ব্যক্তিদের চাহিদা ছাড়াও জনসংখ্যার জরায়নের নাটকীয় শক্তি এবং বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে, উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানের ওপর তার প্রভাবের নিষ্পত্তি করা। সরকার, জাতিসংঘ সংস্থা, আন্তঃসরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো প্রস্তুতি কমিটির সভা উপলক্ষে নিউইয়র্কে মিলিত হয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব প্রবীণ সম্মেলনে মহাসচিবের রিপোর্টে উপস্থাপিত জরায়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনার প্রথম সংশোধনীর প্রতি বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই রিপোর্ট এমন এক সময়ে আসছে, যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ১৯৮২ সালের কর্মপরিকল্পনা

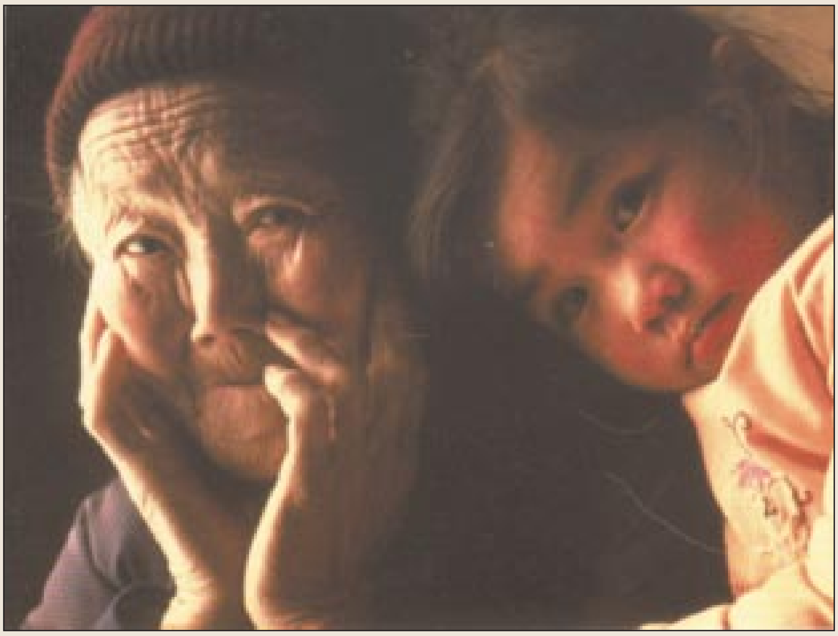

গ্রহণের পর সংঘটিত জনমিতিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দীতে জরায়নশীল বিশ্বের অগ্রাধিকার উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

১৯৮২ সালের পরিকল্পনা একটি ব্যাপকভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সমাপন ছিল এই সচেতনতা নিয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এর সুপারিশগুলো প্রধানত উন্নত বিশ্বের চাহিদা ও পরিস্থিতির উপযোগী ছিল। সে সময়ে উন্নত বিশ্বে জনমিতিগত পরিবর্তনের সবচেয়ে সুস্পষ্ট লক্ষণ ছিল। দু'দশক পর বিশ্বের প্রবীণ জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে জনমিতিগত জরায়নের দ্রুত গতি বিষয়টিকে জন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এবং সুস্পষ্টভাবে উন্নয়নশীল বিশ্বের সীমানায় নিয়ে এসেছে।

এই প্রেক্ষাপটে সংশোধিত খসড়া পরিকল্পনা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে তা উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে উন্নয়নশীল সমাজের জরায়ন প্রেক্ষিতের ওপর একটি বিশেষ আলোকসম্পাত করে। উন্নয়নশীল, উন্নত ও উত্তরণশীল অর্থনীতিকে তাই খসড়া পরিকল্পনায় আলাদা করা না হলেও প্রতিটি ক্ষেত্রে যেসব বিশেষ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে, সেগুলোর মীমাংসা করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি কারণ উৎসাহিত করেছে ও সমর্থন জুগিয়েছে। বিশেষ বিশেষ দেশ ও অঞ্চলের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সহজাত বলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হলেও একই সীমারেখার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান বিদ্যমান। বস্তুত, আজকে দেশ ও অঞ্চলগুলো এবং সমগ্র বিশ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবর্তন ও উত্তরণ সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশেষত বিশ্বের মানুষ ও সংস্কৃতির সংযোগ বিধানে বিশ্ব যোগাযোগ এক জটিল গণরূপ পরিগ্রহ করায় অঞ্চলগুলো ক্রমবর্ধমান হারে অসমসত্বে পরিণত হচ্ছে। তাই, উন্নত, উন্নয়নশীল বা উত্তরণশীল যাই হোক না কেন, দেশগুলোর সমগ্র বলয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে নির্দিষ্ট সমস্যাগুলোকে একত্র করা ক্ষতিকর না হলেও ক্রমশ কষ্টকর হয়ে পড়ছে।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জরায়ন ক্ষেত্রে নীতি-প্রণেতা ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্টের জন্য কর্মপরিকল্পনাকে একটা সম্পদ হতে হবে। সংশ্লিষ্ট দেশের নীতি-প্রণেতাদের তাদের নিজ নিজ দেশে জরায়ন সমস্যার পর্যাপ্ত সমাধানে সামর্থ্য জোরদার করার ক্ষেত্রে এটি একটি বাস্তব নীল নকশা তৈরিতে সহায়ক হতে হবে। এটিকে এমন একটি কাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বিশেষ করে উন্নয়নশীল ও উত্তরণশীল

দিয়ে পুরনো ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে আগামী দশকগুলোর জন্য আরো উন্নত ধারায় নতুন নতুন ধারণার সমন্বয় সাধনে পরিকল্পনাবিদদের সহায়তা করার মাধ্যমে আওতা ও প্রক্রিয়ার গঠনশৈলীতে সংযোজন করতে পারে।

জনমিতিগত বিপ্লব

"আমরা এক নীরব বিপ্লবের মধ্যে রয়েছি, যা বড় ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মিক প্রভাব নিয়ে জনমিতির সীমানাকে অনেক ছাড়িয়ে গেছে।"

(১৯৯৮ সালের ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ সূচনাকালে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান।)

একটি 'জনমিতিগত বয়ঃকম্পন', একটি 'নতুন আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ব্যবস্থা'র মতো শব্দগুলো বিশ্বের প্রবীণ জনসংখ্যার নাটকীয় বৃদ্ধিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০০০ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বে ৬০ থেকে তদূর্ধ্ব বয়সী লোকের আনুপাতিক হার দ্বিগুণের বেশি হয়ে শতকরা ১০ থেকে শতকরা ২২ ভাগে উন্নীত হবে, যে সময়ে এ সংখ্যা (০-১৪ বছর বয়সী) শিশুদের আনুপাতিক হারের মতো বিরাট হবে। উচ্চ জন্ম ও উচ্চ মৃত্যু হারের মতো অবস্থায় এই ঐতিহাসিক জনমিতিগত উত্তরণ ঘটবে মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, যখন জনসংখ্যার প্রবীণ ও নবীনের আনুপাতিক অবস্থান হবে সমান সমান। উন্নত অঞ্চলগুলোতে প্রবীণের সংখ্যা এখন শিশুদের ছাড়িয়ে গেছে এবং জন্ম হার নেমে গেছে প্রতিস্থাপন করার মতো পর্যায়ের নিচে। ২০৫০ সালে প্রবীণদের সংখ্যা হবে শিশুদের চেয়ে অনেক বেশি।

অবশ্য সত্যিকার 'বয়ঃকম্পন' উন্নয়ন দেশগুলোকে প্রায় প্রকম্পিত করতে যাচ্ছে, সেখানে একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জনসংখ্যা দ্রুত প্রবীণ হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে। ২০৫০ সাল নাগাদ প্রবীণের হার শতকরা ৮ থেকে শতকরা ২১ ভাগে উন্নীত হবে এবং শিশুর হার শতকরা ৩৩ থেকে শতকরা ২০ ভাগে নেমে যাবে। এসব সংখ্যা যথেষ্ট নাটকীয়। আরো বড় কথা হলো জরায়ন প্রক্রিয়ার দ্রুত গতি এবং তিন দশকের কম সময়ের মধ্যে বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ প্রবীণের বাস হবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। ১৯৮২ সালে বিশ্ব প্রবীণ সম্মেলনের সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবীণের নিবাস ছিল উন্নত বিশ্বে। অবশ্য, ক্রমবর্ধমান নগরায়ন সত্ত্বেও উন্নয়নশীল বিশ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবীণ লোকেরা পল্লী এলাকায়ই বসবাস অব্যাহত রাখবে।

নবীন থেকে প্রবীণে এমন একটা দ্রুত উত্তরণের নিহিতার্থ হচ্ছে, অনেক উন্নয়নশীল দেশ এক সুবিশাল জনসংখ্যা ভিত্তির শীর্ষে নিজেদের জরায়ন অবলোকন করে, যা উন্নত দেশের ক্ষুদ্র জনসংখ্যার মন্থর ও দীর্ঘমেয়াদি জরায়নের বিপরীত। পশ্চিম ইউরোপের কোনো কোনো দেশের বিংশ শতাব্দীতে তাদের প্রবীণ জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে ১০০ বছরের কিছু বেশি সময় লেগেছে, অথচ উন্নয়নশীল বিশ্বের কয়েকটি দেশের একবিংশ শতাব্দীতে তা হতে মাত্র ২৫ বছর বা তার কম সময় লাগবে। স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ সরকার ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে এই দ্রুত জরায়নের প্রভাব রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দারিদ্র্যের আশঙ্কাজনক হার ও সঙ্কোচনশীল সম্পদের সঙ্গে জনমিতিগত পরিবর্তনের আকস্মিকতা, প্রবীণ ব্যক্তিদের সমাজে অংশগ্রহণ ও সমন্বয় বৃদ্ধির মতো প্রবর্তনমূলক উদ্যোগকে বিবেচনা করে এমন নীতির জরুরি প্রয়োজনের গুরুত্ব তুলে ধরে। প্রবীণ অবস্থায় রয়েছে এমন লোকের নজিরবিহীন সংখ্যাবৃদ্ধির প্রতি সাড়ামূলক নতুন নীতিমালা পরিবারের আর্থ-সামাজিক বিন্যাসে উত্তেজনা প্রশমনে সহায়ক হবে।

যে পরিবর্তন ঘটতে পারে তার বিশালত্বের প্রকাশ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় ফল প্রাপ্তির প্রয়াসের পেছনে অবশ্যই এই স্বীকৃতি থাকতে হবে যে, যে জনমিতিগত প্রবণতা সমাজের অবকাঠামোতে ব্যাপক চ্যালেঞ্জের আভাস দেয়, সেই প্রবণতাই প্রবীণ নাগরিকদের অগণিত অবদানকে কাজে লাগানোর উপায় নিয়ে নতুন নতুন আলোচনা ও নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণের ন্যায্যতা তুলে ধরে।

দীর্ঘায়ু অর্জনে সফলতা

বিংশ শতাব্দী মানবজীবন পরিধির এক ঐতিহাসিক বিস্তৃতি অবলোকন করছে। বিগত ৫০ বছরে জন্মের পর আয়ুষ্কাল বিশ্বব্যাপী প্রায় ২০ বছর বেড়ে ৬০ বছরে

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন উপলক্ষে হলিক্রস কলেজের ছাত্রীদের সম্মিলিত সঙ্গীত পরিবেশন

জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় পরিচালক হাফিজ পাশা ৯-১৮ মার্চ বাংলাদেশ সফর করেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং কেবিনেট মন্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা প্রধানদের সাথে আফগানিস্তান প্রসঙ্গ ও দারিদ্র্য বিমোচনে জাতিসংঘের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। সফরশেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি ইয়র্গান লিসনার ও পাশা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষাদিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রাক্তণ উপাচার্য প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট এবং জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত হলিক্রস কলেজের অধ্যক্ষা সিস্টার মেরিয়ান তেরেসা

হলিক্রস কলেজ, বাংলাদেশ জাতিসংঘ ছাত্র সমিতি ও জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের নারী দিবস পালন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কলেজের ছাত্রীবৃন্দ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের মিলনায়তনে ইউএন লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক গঠনের প্রস্তুতি পর্বের অনুষ্ঠানে সমবেত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিবর্গের একাংশ।

পৌঁছেছে। এর কৃতিত্ব চিকিৎসা জ্ঞান ও প্রযুক্তির। ইতোমধ্যেই প্রায় ১০ লাখ লোক প্রতি মাসে ৬০ বছর বয়সের দোরগোড়া অতিক্রম করছে, যাদের শতকরা ৮০ ভাগই উন্নয়নশীল দেশের। প্রবীণ জনসংখ্যার যে অংশটি সবচেয়ে দ্রুত বেড়ে চলেছে তা হলো প্রবীণতম প্রবীণ, তারা ৮০ বা তার চেয়ে বেশি বয়সী। তাদের সংখ্যা ৭ কোটি, আগামী ৫০ বছরে তারা সংখ্যার দিক থেকে বর্তমানের চেয়ে পাঁচগুণ বেড়ে যাবে। প্রবীণ নারীর সংখ্যা প্রবীণ পুরুষের চেয়ে বেশি, বয়স যতো বেশি হবে, তাদের সংখ্যাও হবে ততো বেশি। বর্তমানে ৬০ বছরোর্ধ্ব প্রতি ১০০ নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা প্রায় ৮১। ৮০ ও ততোধিক বয়সীদের ক্ষেত্রে এই হার হ্রাস পেয়ে ১০০ নারীর তুলনায় পুরুষ রয়েছে ৫৩।

জনমিতিগত এমন একটি বৃদ্ধি ব্যক্তিজীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তুলে ধরে, যে পরিবর্তন সোজাসুজি বছর সংযোজনকে ছাড়িয়ে অত্যন্ত জটিল ও পরিব্যাপক ধারায় প্রবাহিত হয়। সাধারণভাবে সমাজ এবং তার সদস্যদের কাছে বর্ধিত দীর্ঘায়ু সানন্দে বরণীয় হলেও জীবনমান ও সুস্থ জরায়নের বিষয়গুলো, বয়স ও সামাজিক সমন্বয়, প্রবীণ নারীর পরিস্থিতি এবং জীবনের দীর্ঘ সময়জুড়ে সমর্থন ও যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য বর্ধিত দীর্ঘায়ুর যথেষ্ট নিহিতার্থ রয়েছে। শেষের বছরগুলোতে যেসব বিষয়ের উদ্ভব ঘটে স্পষ্টতই তার প্রতি সযত্ন মনোযোগের প্রয়োজন, একই সঙ্গে উন্নয়ন বিশ্বের কোনো কোনো অংশে দারিদ্র্য ও রোগব্যাধির কারণে শারীরিক ক্ষতির ফলে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অকাল বার্ধক্যের মতো নিদারুণ বাস্তবতাকেও বিস্তৃত হলে চলবে না। এইচআইভি/এইডসের কারণে বহুলাংশে বর্ধিত সুদীর্ঘ অর্থনৈতিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্ট কোনো কোনো দেশ, বিশেষ করে আফ্রিকার উপসাহারায় আয়ুষ্কালের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের মোড় উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

নীতিগত বিবেচনা

প্রায় পুরো বিংশ শতাব্দী জুড়েই তারুণ্যোচ্ছল সমাজের কথা মনে রেখে বার্ধক্য সম্পর্কিত নীতিগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। এরপর থেকে প্রবীণ, যুব ও এই দুইয়ের মধ্যবর্তী লোকদের জন্য জরায়নশীল সমাজের কথা মনে রেখে নীতি তৈরি করতে হবে। কারণ, এই জরায়নশীল সমাজে প্রতি তৃতীয় ব্যক্তি হবে ষাটোর্ধ্ব। আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় সমাজকে এখন থেকেই তাদের অবকাঠামো, নীতি, পরিকল্পনা, সম্পদের সমন্বয় ও বিন্যাস শুরু করতে হবে।

যেসব নীতিগত উদ্যোগে সামাজিক ও মানবিক এবং অর্থনৈতিক বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত থাকে তা ব্যক্তির শেষ জীবন বা জরায়নশীল সমাজে দুর্দশার কারণে সৃষ্ট অপ্রয়োজনীয় নির্ভরশীলতা রোধ করতে পারে। আগেই সুচিন্তিত বিনিয়োগ করা হলে জরায়নকে সম্পদের একটি অপচয় থেকে মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত একটি পুঞ্জীভূত পুঁজিতে পরিণত করা যেতে পারে।

পরিশেষে, কারো জীবনজুড়ে যে অনন্যতা উন্মোচিত হয় তার প্রতি স্বীকৃতি হলো প্রবীণ নাগরিকদের অবদানকে সমাজের সাদরে বরণ করে নেয়ার মূল বিষয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় তা ভেতরের একটি সচেতনতার অংশ বা বাণিজ্যিক বিনিময়, বিক্রয় বা অপহরণের নয়। বরং এটাকে সক্রিয় ও সুপ্রশস্ত করতে হবে এবং সমাজ-জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনকাল ও ক্ষেত্র এবং আমাদের সৃজনশীল কল্পনার জানালায় তা ব্যবহার করতে হবে।

প্রথম বিশ্ব প্রবীণ সম্মেলনের ফলাফল : অতীত পুনঃপরীক্ষা, ভবিষ্যৎ পুনঃপরিকল্পনা

মাদ্রিদে ২০০২ সালের এপ্রিলে দ্বিতীয় বিশ্ব জরায়ন সম্মেলনের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে জাতিসংঘ ১৯৮২ সালে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় বিশ্ব প্রবীণ সম্মেলনে অনুমোদিত জরায়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রগতি ও বাধাবিপত্তি নিরূপণের জন্য সদস্য দেশগুলোতে একটি জরিপ চালায়। এই জরিপের ফলাফল ও আসন্ন সম্মেলনের সংশোধিত কর্মপরিকল্পনায় জরায়ন সংক্রান্ত অগ্রাধিকারভিত্তিক যেসব বিষয়ের নিষ্পত্তি করা হবে তা চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে।

প্রথম বিশ্ব প্রবীণ সম্মেলনের পর অর্জিত অগ্রগতি

প্রথম বিশ্ব প্রবীণ সম্মেলনের পর যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তার মধ্যে কোনো সমতা নেই এবং এক দেশ থেকে আরেক দেশের অগ্রগতিতে ভিন্নতা রয়েছে। যার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে প্রাপ্ত সম্পদ, অগ্রাধিকার ও অন্যান্য বিষয়ের পার্থক্য। যেসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে সেগুলো হচ্ছে : জাতীয় জরায়ন অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও গৃহসংস্থান ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রবীণদের

দেশের অগ্রগতিতে ভিন্নতা রয়েছে। যার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে প্রাপ্ত সম্পদ, অগ্রাধিকার ও অন্যান্য বিষয়ের পার্থক্য। যেসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে সেগুলো হচ্ছে : জাতীয় জরায়ন অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও গৃহসংস্থান ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রবীণদের আয় নিরাপত্তা এবং সমাজে প্রবীণদের আয় নিরাপত্তা এবং সমাজে প্রবীণদের অংশগ্রহণ।

এক নজরে আরো কিছু প্রাপ্ত তথ্য

- বেশির ভাগ উন্নত দেশ জরায়ন সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। উন্নয়নশীল ও উত্তরণশীল দেশগুলোতে অবকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এসব সমন্বয় ব্যবস্থার মাধ্যমে আইন, নীতি কর্মসূচি ও প্রবীণদের পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রকল্প আইনে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। সাড়াদানকারী বেশির ভাগ দেশ ১৯৯১ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত জাতিসংঘ প্রবীণ ব্যক্তি নীতিমালাকে তাদের জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা মনে করে।
- উন্নয়নশীল ও উত্তরণশীল দেশগুলো উন্নততর স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক সেবা ও পরিবারভিত্তিক সেবা কর্মসূচি চালু করার কথা জানিয়েছে। কয়েকটি উন্নত দেশ সর্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, উন্নত অপ্রাতিষ্ঠানিক ও পরিবারভিত্তিক সেবার ব্যবস্থা করেছে এবং স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের বার্ধক্যজনিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।
- বেশ কয়েকটি দেশ প্রবীণ, বিশেষ করে গৃহহীনদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে ও দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানের জন্য আবাসিক সুবিধা গড়ে তুলেছে। অন্যান্য দেশ, উদাহরণ হিসেবে, হ্রাসকৃত ভাড়ায় জনপরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবীণদের অভিগম্যতা ও সচলতা বৃদ্ধি করেছে।
- কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ধক্যবিদ্যায় স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের পরিস্থিতি সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রকাশসহ জরায়নের ওপর গবেষণা চালু করেছে।
- জরায়ন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকারগুলো শিক্ষা কর্মসূচিতে জরায়ন বিষয়ক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং জরায়নের বিষয়গুলো এগিয়ে নেয়ার জন্য গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংস্থাকে তালিকাভুক্ত করেছে। কোনো কোনো দেশের ক্ষেত্রে প্রবীণদের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় প্রবীণ দিবস ঘোষণা এবং আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ পালন গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পদক্ষেপ।
- কোনো কোনো দেশে প্রবীণদের জন্য আয় নিরাপত্তার উৎস হিসেবে সর্বজনীন, সীমিত বা স্বেচ্ছামূলক পেনশন পরিকল্পনা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, কোনো কোনো উন্নয়নশীল দেশ প্রবীণদের চাহিদা ভালোভাবে পূরণের জন্য পেনশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন বা সূচকভিত্তিক সমযোজিত সুযোগ-সুবিধা অথবা এককালীন ক্ষতিপূরণ চালুর মাধ্যমে তাদের জাতীয় পেনশন পরিকল্পনার সংস্কার করেছে।
- সরকার চাকরির জন্য প্রশিক্ষণ, চাকরিতে নিবেশন, অবসর নীতি সংস্কার ও চাকরিতে বয়সজনিত বৈষম্য থেকে সুরক্ষাসহ প্রবীণদের কর্মসংস্থানে সহায়ক নীতি চালু করেছে।
- রিপোর্ট পেশ করেছে এমন ৫৮টির মধ্যে ১৯টি দেশ প্রবীণ নারীদের জন্য অন্যান্যের মধ্যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও লৈঙ্গিক সমতার ওপর জোর দিয়ে নীতি চালু করেছে।
- সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাগুলো সপক্ষতা, সামর্থ্য গড়ে তোলা ও উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। জাতিসংঘ সংস্থা ও আন্তঃসরকারি সংস্থাগুলোর জবাব অনুযায়ী প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক নীতির দলিলে জরায়নের বিষয়টি মূলধারায় সংযোজিত হয়েছে।

পরিবর্তনের প্রতিনিধি

প্রবীণ ব্যক্তিগণ নিজেরাই সমাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখছে এবং এই ধারণা বদলে দিচ্ছে যে, প্রবীণরা কেবল নির্ভরশীল। উদাহরণ হিসেবে, আফ্রিকার বেশির ভাগ দেশে এইচআইভি/এইডসজনিত অনাথদের লালন-পালনের ভার অনেক ক্ষেত্রেই প্রবীণদের ওপর পড়েছে। দাতব্য, জনহিতৈষী বা অন্যান্য সংস্থায়ও প্রবীণরাই সেবাদাতা বা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। তারা সমাজ বা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় উপদেষ্টা এবং প্রশিক্ষক ও শিক্ষাদাতা হিসেবেও কাজ করছে। বেশির ভাগ কৃষিপ্রধান দেশে প্রবীণরা কৃষিকাজে সক্রিয় থাকে অথবা সিদ্ধান্তের বিষয়ে তাদের ওপর নির্ভর করা হয়। তাদের উৎপাদনশীল এবং /অথবা সক্রিয় জরায়নশীল এবং পরিবারে

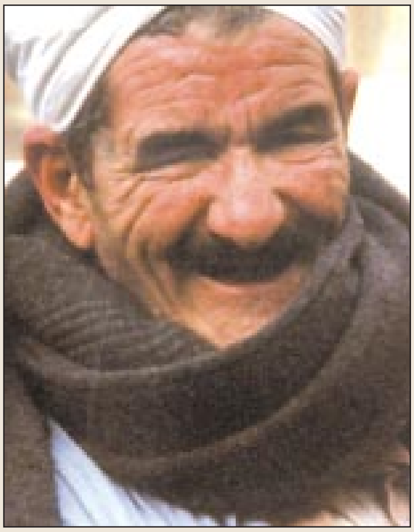

আর্থিক স্থানান্তরের উৎস হিসেবে ভূমিকা মডেলরূপেও উল্লেখ করা হচ্ছে।

সরকার ব্যতীত বেসরকারি সংস্থা, ধর্মীয় গ্রুপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী সংগঠন, নারীবাদী গ্রুপ, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং পরিবার ও ব্যক্তিসহ অন্যরাও প্রবীণদের ভূমিকা এগিয়ে নিতে সহায়তা করছে। ব্যবসা করপোরেশনগুলোও কিছুটা সীমিত ভূমিকা পালন করছে।

চ্যালেঞ্জ ও বাধাবিপত্তি

১৯৮২ সালের প্রবীণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনায় সাতটি ক্ষেত্রে কার্যব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে : স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, প্রবীণ ভোক্তাদের সুরক্ষা, গৃহায়ন ও বসবাসের পরিবেশ, পরিবার, সমাজকল্যাণ, আয় নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান এবং শিক্ষা।

কর্মপরিকল্পনার সুপারিশমালা বাস্তবায়নে প্রধান বাধা অর্থায়ন। জরায়ন সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য অর্থায়ন প্রাপ্তির অসুবিধাগুলো হলো অর্থনৈতিক সঙ্কট, সশস্ত্র সংঘাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশে আরেকটি অভিন্ন সমস্যা সরকারি কর্মচারীর ঘাটতি। সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, দায়িত্বের অধিক্রমণ ও নীতি-প্রণেতা বিশেষজ্ঞের অভাবও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ব্যাহত করেছে।

প্রবীণদের জন্য জাতিসংঘ নীতিমালা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৯১ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রবীণদের জন্য জাতিসংঘ নীতিমালা (প্রস্তাব নম্বর ৪৬/৯১) গ্রহণ করে।

সরকারগুলোকে তাদের জাতীয় কর্মসূচিতে যখন সম্ভব হবে তখন এসব নীতি অন্তর্ভুক্ত করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। নীতিমালার কয়েকটি বিশেষ দিক হলো :

স্বাধীনতা

১. প্রবীণ ব্যক্তিদের আয়ের ব্যবস্থা, পরিবার ও সমাজের সহায়তা এবং স্বনির্ভরতার মাধ্যমে পর্যাপ্ত খাদ্য, পানি, বাসস্থান, পোশাক ও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগ থাকতে হবে;

২. প্রবীণ ব্যক্তিদের কাজের সুযোগ বা অন্য আয়মূলক সুযোগপ্রাপ্তির সুবিধা থাকতে হবে;

৩. প্রবীণ ব্যক্তিদের কখনও কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে শ্রমশক্তি থেকে প্রত্যাহার করা হয় তা নির্ধারণে অংশগ্রহণে সক্ষম হতে হবে;

৪. প্রবীণ ব্যক্তিদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে;

৫. প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং ব্যক্তিগত অগ্রাধিকার ও পরিবর্তনশীল সামর্থ্যের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মতো পরিবেশে বসবাসে সক্ষম হতে হবে;

৬. প্রবীণ ব্যক্তিদের যতো দিন সম্ভব ততোদিন বাড়িতে বসবাস করার সুযোগ থাকতে হবে।

অংশগ্রহণ

৭. প্রবীণ ব্যক্তিদের সমাজের অঙ্গীভূত থাকতে হবে, তাদের কল্যাণকে সরাসরি প্রভাবিত করার মতো নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময় করতে হবে;

৮. প্রবীণ ব্যক্তিদের সমাজের কাজে অংশগ্রহণের চেষ্টা করা ও সুযোগ গড়ে তোলা এবং তাদের আগ্রহ ও সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থানে থেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হতে হবে;

৯. প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রবীণ আন্দোলন বা সমিতি গঠনে সক্ষম হতে হবে।

সেবা

১০. প্রবীণ ব্যক্তিদের দৈনন্দিন ও সামাজিক সেবার সুবিধা এবং প্রত্যেক সমাজের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ব্যবস্থা অনুযায়ী সুরক্ষা লাভ করতে হবে।

১১. প্রবীণ ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দৈহিক, মানসিক ও ভাবাবেগগত কল্যাণ বজায় রাখা বা পুনরুদ্ধার এবং রোগের প্রকোপ রোধ বা বিলম্বিত করার সুবিধার্থে স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ থাকতে হবে;

১২. প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বতন্ত্রতা, সুরক্ষা ও সেবা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক ও আইনগত সুবিধার সুযোগ থাকতে হবে;

১৩. প্রবীণ ব্যক্তিদের মানবিক ও নিরাপদ পরিবেশে সুরক্ষা, পুনর্বাসন এবং সামাজিক ও মানসিক উদ্দীপনায় উপযুক্ত ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সেবা কাজে লাগাতে সক্ষম হতে হবে।

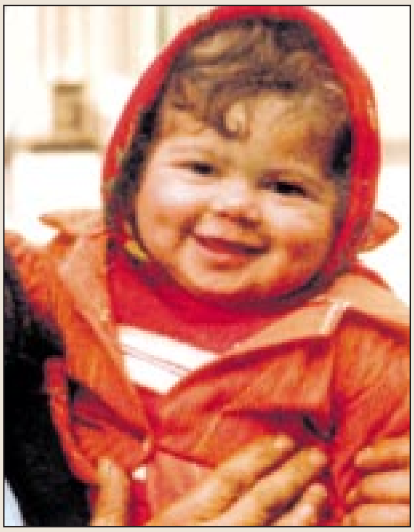

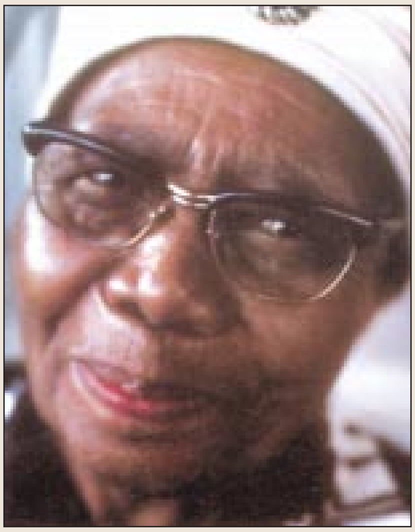

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০

A Monthly News Bulletin Published by the United Nations Infromation Centre, Dhaka, Bangladesh Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org